Model Activity Task 2021 September

Model Activity Task Part – 6 | Class- 10 |History

মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্ক ২০২১ | সেপ্টেম্বর

দশম শ্রেণী| ইতিহাস | পার্ট -৬

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর লেখ :

১. 'ক' স্তম্ভের সাথে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

উঃ

ক - স্তম্ভ	খ - স্তম্ভ
১.১ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা	(খ) ১৮৩৬ খ্রিঃ
১.২ ভারতসভা	(ঘ) ১৮৭৬ খ্রিঃ
১.৩ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস	(গ) ১৮৮৫ খ্রিঃ
১.৪ ইলবার্ট বিল	(ক) ১৮৮৩ খ্রিঃ

২. সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় কর :

২.১ ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে জাতীয়তাবাদীরা 'ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলে ব্যাখ্যা করেন।

উ: সত্য

২.২ ঔপনিবেশিক ভারতে লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন।

উ: সত্য

২.৩ বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ শুদ্র জাগরণের কথা বলেছেন।

উ: সত্য

২.৪ 'আনন্দমঠ উপন্যাসটি স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়।

উ: সত্য

৩. দুটি বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও :

৩.১ 'গোরা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কোন দ্বন্দ্বের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ?

উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গোরা উপন্যাসটি একটি জাতীয়তাবাদী উপন্যাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার এই উপন্যাসে সমকালীন সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন। গোরা ব্রিটিশদের প্রতি বিদ্বেষে কঠোর হিন্দুত্ববাদী মতাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনেই যে নতুন যুগের সুচনা তা সে শেষে উপলব্ধি করে। এই উপন্যাসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ,ব্যাক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্মের, ধর্মের সঙ্গে মানবসত্যের বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৩.২ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণীয় কেন?

উ: গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারের একজন সদস্য। তিনি বঙ্গীয় ঘরানার একজন চিত্রকর ও ব্যাঙ্গচিত্রশিল্পী হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

আধুনিক ব্যাঙ্গচিত্রের জনক ছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বিরূপ বজ্র ','অদ্ভুত লোক , নব হুল্লোড় ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ব্যাঙ্গচিত্র অঙ্কন করেন। এই চিত্র গুলির মাধ্যমে তিনি ঔপনিবেশিক শাসনের বিভিন্ন দিক, ভারতীয় সমাজের জাতপাত ও বর্ণবৈষম্য ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন।

৪. সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও :

'ভারতমাতা' চিত্রটি কীভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল?

উ: ব্রিটিশ-শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষে চিত্রশিল্পীগণ চিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিকারী চিত্র গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত ভারতমাতা 'চিত্রটি। চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হলঃ

স্বদেশীকতা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা ভারতমাতা চিত্রটি জাতীয়তাবাদের মূল স্তম্ভ রূপে পরিগণিত হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। কারণ এই চিত্রটি স্বদেশীকতার বাতাবরণে চিত্রিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ বিরোধিতা : ব্রিটিশদের বিরোধিতা করা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত ছিল। আর এই ভারতমাতা চিত্রটিকে তিনি ব্রিটিশবিরোধী একটি প্রতীক হিসাবে তুলে ধরেছিলেন।

জাতীয়তাবাদ : বঙ্গভঙ্গ বিরোধী, স্বদেশী আন্দোলন এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে অনুপ্রেরণা জাগানোর জন্য ভারতমাতা চিত্রটিকে সব সময় আন্দোলনের সামনে রাখা হত। এই কারণে খুব সহজেই ভারতমাতা চিত্রটি ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

ঐক্যবদ্ধতা : অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতমাতা চিত্রটির মধ্যে ছিল সমস্ত ভারতের বৈশিষ্ট্য, যেমন চিত্রটিতে ভারত মাতার চার হাতে রয়েছে বেদ, ধানের শীস, জপের মালা ও শ্বেত বস্ত্র পরিধান। চিত্রটিতে এই রূপের কারণে খুব সহজেই ভারতবাসীদের ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

উপরে বর্ণিত এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতমাতা চিত্রটি ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব নিয়ে খুব সহজেই ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।